দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG. 02 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

জাবি'র হল দখলকারী ধর্ষক সন্ত্রাসী ও খুনীদের গ্রেফতারের দাবিতে ছাত্রঐক্যের মহাসড়ক অবরোধ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ ছাত্রঐক্য রবিবার সারা দিন ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অবরোধ কর্মসূচী পালন করেছে। গত শুক্রবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখলকারী ছাত্রলীগের ধর্ষক, সন্ত্রাসী ও খুনীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে এ কর্মসূচী পালন করে। রবিবার সকাল ১০টায় সাধারণ ছাত্রঐক্য অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘোষণা দিয়ে অবরোধ শুরু করলেও বিকাল ৬টায় আবার তা প্রত্যাহার করে নেয়। অবরোধকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে চলাচলকারী শত শত যানবাহন সিএ্যান্ডবি-আশুলিয়া-বিশমাইল ঘুরে আরিচা যায়। এ সময় আশুলিয়া বাজারের কাছে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

এদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তপ্ত অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। কর্তৃপক্ষ সকল পরীক্ষা আগামী ৭ আগস্ট পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ক্লাসে যোগ না দিয়ে আন্দোলনে অংশ নেয়ায় ক্লাসসমূহও কার্যত (১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন).

বহিষ্কৃত সশস্ত্র ধর্ষণকারীদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখলের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা রবিবার ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে। ভীত-সন্ত্রস্ত ছাত্রীরা নিরাপত্তার জন্য হল ত্যাগ করছে —আব্দুল্লাহ আল মাসুদ

জাবির হল দখলকারী (প্রথম পাতার পর)

বন্ধ হয়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা রাজধানীর সাথে যোগাযোগকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহনও বন্ধ করে দিয়েছে। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, হলগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। এখনও ছাত্রদের হলত্যাগ অব্যাহত রয়েছে। হলগুলোর গেটে দখলকারী সশস্ত্র ছাত্র - বহিরাগতরা অবস্থান করছে।

জানা গেছে, হল দখলকারী গ্রুপ সাধারণ ছাত্রঐক্যের সাথে সমঝোতার চেষ্টা করছে। কিন্তু সাধারণ ছাত্রঐক্যের নেতৃবৃন্দ কঠোর, দৃঢ় অবস্থান নেয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণ ছাত্রঐক্য তথা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট নেত্রী জায়েদা শারমিন সাথী বলেন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায় 'ছাত্রী ধর্ষণের' ঘটনা নিয়ে যে বিচার হয়েছে তা ছিল মূলত প্রহসনের বিচার। আমরা ঐ বিচার মানিনি। আমরা মনে করি ধর্ষণকারী ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা একসাথে ক্যাম্পাসে থাকতে পারে না। তাই এদের গ্রেফতারের আগে আন্দোলন থেকে এক পাও নড়ব না।

ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক মনি শংকর দাশগুপ্ত বলেছেন, ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে '৯৮ সালে আমরা ৩৮ দিন আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু ধর্ষণকারীদের বিচার সর্বাঙ্গীন ছিল না। ছাত্রঐক্য এখন হল দখলকারীদের নেতা বরকত, মিরাদুল, নাঈম, আনিস, ফেরদৌস, রফিকসহ ধর্ষণ এবং ধর্ষণে সহযোগী তেরো জনকেই গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছে। অভিযুক্ত তেরো জনের মধ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর '৯৮ সিন্ডিকেট বৈঠকে ছাত্রলীগ নেতা জসিমউদ্দিন মানিক, শেখ মিরাদুল ইসলাম, নাঈমুল ইসলাম নাঈম, গোলাম মোহাম্মদ আলী ডালাস এবং নবীউল হক রনীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করে। বরকত, আনিস, রফিক, ফেরদৌস, কুদ্দুসকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়। অবশিষ্ট তিন জন বহিরাগত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে সাভার থানা কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। ছাত্রঐক্য এই বিচার মেনে নেয়নি। তারা এখন পুনরায় তেরো জনের বিচার দাবি করছে। এই বিষয়ে হল দখলের নেতা হাসিবুর রহমান বরকত এই প্রতিবেদককে বলেন, আমার নামে ধর্ষণের অভিযোগ ছিল কিন্তু আমি অব্যাহতি পেয়েছি। তিনি বলেন, আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আমাকে কে তাড়াবে। বরকত আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত কেউ ক্যাম্পাসে নেই। তিনি অভিযোগ করেন, ছাত্রঐক্যের আন্দোলন কিলার গ্রুপের পক্ষে। কেননা, ধর্ষণ অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ক্যাম্পাস বিতাড়িত কাকর গ্রুপের নেতা কুদ্দুস প্রায় দশ মাস ধরে ক্যাম্পাসে অবস্থান করলেও ছাত্রীরা কোন প্রতিবাদ, আন্দোলন করেনি। এ বিষয়ে ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা বলেন, এ প্রশ্নের উত্তরে আপনাদের লাভ কি? ক্যাম্পাসে এখন আতঙ্ক বিরাজ করছে। বিতাড়িত গ্রুপ যে কোন সময় হল দখল করতে পারে। বর্তমান ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক আলাউদ্দিন আহমেদ বলেন, সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে সিন্ডিকেট এবং প্রভোস্ট কমিটির সভায় আলোচনা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এক বিবৃতিতে ক্যাম্পাস পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

এদিকে ছাত্রলীগের (বা-অ) কেন্দ্রীয় সভাপতি বাহাদুর বেপারী এবং ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান এক হাস্যকর প্রতিবাদলিপি জনকণ্ঠে পাঠিয়েছেন।

যখন সারা দেশবাসীর কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, ছাত্রলীগের ধর্ষক গ্রুপ কিলার গ্রুপকে হটিয়ে জাবি ক্যাম্পাস দখল করেছে তখন তাঁরা (ছাত্রলীগ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক) বিবৃতিতে বলেন, 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে